প্রশ্ন (১) ঃ সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলি পর্যালোচনা কর।

উত্তর ঃ দিল্লি সুলতানির তৃতীয় রাজবংশকে 'তুঘলক বংশ' (১৩২০-১৪১২) বলা হয়। ঐ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিয়াসউদ্দিন তুঘলক। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক । তাঁর প্রকৃত নামছিল ফকরউদ্দিন মহম্মদ জুনা খাঁ। ১৩২৫-১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হন, ইতিপূর্বে কোন সুলতান উত্তরাধিকারসূত্রে এত বড় সাম্রাজ্য লাভ করেন নি। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত সুলতান। তিনি সুলতানি সাম্রাজ্যের স্বার্থে একগুচ্ছ সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক সুলতানি রাষ্ট্রের স্বার্থে একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সমসাময়িক সাহিত্যিক উপাদান, যেমন-জিয়াউদ্দিন বারণি-র 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', মহম্মদ ইসামী-র 'ফুতুহ উস সালাতিন', ইবন বতুতা-র 'কিতাব উল রাহেলা' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর গৃহীত কর্মপরিকল্পনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল - ১) দোয়াব অঞ্চলে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি, ২) রাজধানী স্থানান্তর, ৩) প্রতীক মুদ্রা প্রচলন, (৪) খোরাসান জয়ের পরিকলল্পনা।

(১) মহম্মদ-বিন-তুঘলক সিংহাসনে আরোহনের পরে দোয়াব অঞ্চলে করবৃদ্ধির পরিকল্পনা (১৩২৫-২৭) নিয়েছিলেন। যেহেতু গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের ভূমি ছিল উর্বর ও ফসলের উৎপাদন বেশী, সেহেতু তিনি ঐ এলাকার রাজস্বের পরিমাণ ১০ থেকে ২০ গুণ বৃদ্ধি করেন। ঐ পরিকল্পনা পরেই দোয়াব অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হয় ও ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। সরকারি কর্মচারীরা বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায় শুরু করেন। শুধু তাই নয়,তারা কৃষকদের ওপর উৎপীড়ন শুরু করে। ফলে কৃষকেরা অন্য গ্রাম অথবা বন-জঙ্গলে চলে যায়। ঐ এলাকায় কৃষিকার্য বন্ধ হয় এবং দুভিক্ষ দেখা দেয়। সুলতান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদের রাজস্ব হ্রাস করেন। এছাড়া তিনি 'আমীর-ই-কোহী' নামে একটি কৃষি দপ্তর স্থাপন করে কৃষকদের ঋণ দান ও কৃষি উন্নয়ণের প্রচেষ্টা নেন।

(২) মহম্মদ বিন তুঘলকের অপর উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা ছিল রাজধানী স্থানান্তর (১৩২৮-২৯)। তিনি দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা নেন। সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের কারণ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। **জিয়াউদ্দিন বারণীর মতে,** মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ও সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপনের জন্য সুলতান রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। **ইবনবতুতা ও ইসামীর** মতে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সাথে দিল্লিবাসীদের বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি রাজধানী স্থানান্তর করে দিল্লিবাসীদের সমস্যায় ফেলতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের নীতি নিয়ে ছিলেন। আধুনিক গবেষক **ডঃ হোসেন, হাবিবুল্লাহ, গার্ডিনার ব্রাউন** প্রমুখ এ ব্যাপারে দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন - (১) দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে সুলতানি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে সেখানে প্রশাসনকে সুদৃঢ়করণ এবং (২) হিন্দু সংস্কৃতি প্রধান অঞ্চলে ইসলামীয় সংস্কৃতির সম্প্রসারণ। সুলতান সরকারি দপ্তর স্থানান্তরের পাশাপাশি দিল্লিবাসীদেরও সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি

দেবগিরিতে কিছুকাল বসবাসের পর রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করেন এবং সকলকে দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। ফলে জনসাধারণের দু:খ-দুর্দশা বাড়ে এবং প্রভূত অর্থের অপচয় হয়।

(৩) সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের অপর উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা ছিল প্রতাকী মুদ্রা প্রবর্তন (১৩২৯-৩০)। জিয়াউদ্দিন বারণি-র মতে সুলতানের দান-খয়রাত, খোরাসান জয়েরপরিকল্পনা, রাজস্বনীতির বিফলতা, রাজধানী স্থানান্তর প্রভৃতি কারণে সৃষ্ট আর্থিক সংকটের মোকাবিলার জন্য তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন করেন। ড. কে.এ. নিজামী-র মতে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক চিনের কুবলাই খাঁ-র অনুকরণে মুদ্রা সংস্কার করেন। অর্থাৎ সুলতান নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি ও চিন্তাধারা থেকে তাম্রমুদ্রা চালু করেন। গার্ডিনার ব্রাউন, নেলসন রাইট প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন যে চতুর্দশ শতকে বিশ্বব্যাপী রৌপ্য সংকট এদেশে রৌপ্যের আমদানিকে হ্রাস করে এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সুলতান রৌপ্যের পরিবর্তে তাম্রমুদ্রার প্রবর্তন করেন। সুলতান এব্যাপারে কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। ফলে জাল তাম্রমুদ্রায় দেশ ভরে যায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়ে। সুলতান বাধ্য হয়ে তাম্রমুদ্রা প্রত্যাহার করে রৌপ্যমুদ্রা পুনরায় চালু করেন (১৩৩৩)।

(৪) সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক মধ্য এশিয়ার খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা করেন (১৩৩৩-৩৪)। ফেরিস্তার মতে, খোরাসানের কিছু অভিজাত দিল্লিতে অবস্থান করেন এবং তাঁরাই মহম্মদ বিন তুঘলককে খোরাসানের অপদার্থ ও অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের জন্য প্ররোচিত করেন। ড.কে. এ. নিজামী-র মতে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে সেখানে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সুলতান খোরাসানে অভিযান পরিচালনার জন্য একটি নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেন। বারণি-র মতে, সুলতান ৩ লক্ষ ৭০ হাজার সেনার সমন্বয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং এক বছর ধরে ঐ বাহিনীকে প্রতিপালন করেন। শেষপর্যন্ত সুলতান ঐ পরিকল্পনা প্রত্যাহার করেন। ফলে রাজকোষের প্রভূত অর্থের অপচয় হয়।

সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ঐতিহাসিক স্টেনলি লেনপুল লিখেছেন, 'Mahammad Tughluq was the most striking figure in medieval India.' তাঁর নির্ধারিত বিভিন্ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে তাঁর মূল্যায়ন করা যেতে পারে। সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতামতকে মূলত তিনটি ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে--(১) সৃজনশীল ও উদার, (২) উন্মাদ ও বিকৃত মস্তিস্ক, (৩) বিপরীত গুণের সংমিশ্রণ।

(১) সমকালীন পর্যটক ইবন বতুতা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলককে উদার ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ, স্টেনলি লেনপুল প্রমুখর মতে, সুলতান ছিলেন উদার ও উন্নত চিন্তাশক্তির অধিকারী। কেননা, তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে সৃজনশীল ও মৌলিক প্রতিভার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

(২) সমকালীন ঐতিহাসিক ফেরিস্তা সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন, উলসে হেগ প্রমুখ তাঁকে 'উন্মাদ ও বিকৃত মস্তিস্ক' বলে অভিহিত করেছেন।

(৩) জিয়াউদ্দিন বারণি ও মহম্মদ ইসামী সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলককে 'অহঙ্কারী ও বিনয়ী', নিষ্ঠুর ও দয়ালু', 'একগুয়ে ও মহানুভব' প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ, আর. সি. মজুমদার প্রমুখর মতে, তাঁর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী গুণের সংমিশ্রন ঘটেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র। এইচ. সি. রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'No ruler in medieval India has evoked so much discussion concerning his policy and character as Mahammad Tughluq.' তিনি যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি সৃজনশীল প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে, কিন্তু ঐ কর্মপরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে ধরণের

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দূরদর্শিতা এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রয়োজন ছিল তা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি উপযুক্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অসাধারণ মৌলিকত্ব ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি দক্ষ প্রশাসক ছিলেন না। তিনি 'পরস্পর-বিরোধী গুণের অধিকারী' ছিলেন; তিনি 'উন্মাদ ও বিকৃত মস্তিস্ক' ছিলেন না।

প্রশ্ন (২) ঃ সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক কেন রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে খ্যাতনামা সুলতানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হন, ইতিপূর্বে কোন সুলতান উত্তরাধিকারসূত্রে এত বড় সাম্রাজ্য লাভ করেন নি। তিনি সুলতানি রাষ্ট্রের স্বার্থে একগুচ্ছ সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহীত পরিকল্পনাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল রাজধানী স্থানান্তর।

১৩২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের কারণ হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

(১) **জিয়াউদ্দিন বারণির মতে,** মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ ও সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপনের জন্য সুলতান রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যেহেতু দিল্লি ছিল সাম্রাজ্যের উত্তর দিকে ও মোঙ্গল আক্রমণের পথে অবস্থিত, সেহেতু রাজধানী দিল্লিকে সুরক্ষিত করার জন্য সুলতান রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা নেন। তিনি সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে দেবগিরিতে রাজধানী নীতি নিয়েছিলেন।

(২) **ইবনবতুতা ও ইসামীর** মতে, সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সাথে দিল্লিবাসীদের বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি রাজধানী স্থানান্তর করে দিল্লিবাসীদের সমস্যায় ফেলতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের নীতি নিয়েছিলেন।

(৩) আধুনিক গবেষক **ডঃ হোসেন, হাবিবুল্লাহ, গার্ডিনার ব্রাউন** প্রমুখ এ ব্যাপারে দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন-

(ক) সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে সুলতানি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে সেখানে প্রশাসনকে সুদৃঢ়করণ করতে চেয়েছিলেন।

(খ) মধ্যযুগের ভারতে ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের একাংশে হিন্দুসংস্কৃতির আধিপত্য ছিল। সুলতান দক্ষিণে হিন্দুসংস্কৃতি-প্রধান অঞ্চলে ইসলামীয় সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

সুতরাং বলা যাযযে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক সম্ভবত সাম্রাজ্যের সুরক্ষা ও প্রশাসনিক কারণে রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।